



98134 - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি ‘গণতন্ত্র’ ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে। এ কথাটা কি ঠিক? গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচারণা করার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রিক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ-সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ-শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে-সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পারলামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যসেব আইন মনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবিকে ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রে অধীন গর্ভপাত করা, সমকামতি, সুম্মি মুনাফার বধিান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতলি করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতাহিত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চয়ে উত্তম বধিানদাতা কউে নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য়” [সূরা গাফরে, আয়াত: ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ ছাড়া কারো বধিান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ট নন?” [সূরা ত্বীন, আয়াত: ০৮] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়বে

বধিযে জ্ঞান তাঁই কাছেরে রয়েছে। তিনি কিত চমৎকার দেখেনে ও শোনেনে! তিনি বিযতীত তাদরে জন্য কোন সাহায্যকারী নহে। তিনি নিজি হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৬] তিনি আরও বলেন (ভাবানুবাদ): “তারা কি জাহলিয়াতেরে হুকুম চায়? বশ্বাসীদরে জন্যে আল্লাহর চয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলরে স্রষ্টা। তিনি জানেনে, কোন বধিন তাদরে জন্য উপযুক্ত; কোন বধিন তাদরে জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষেরে বধিকে-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজেরে জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সটোই তো জানে না; থাকতো অন্যরে জন্য কোনটা উপযুক্ত সটো জানবে। এ কারণে যে দেশেগুলোতে জনগণেরে প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশেগুলোতে বশ্বিঙ্খলা, চারিত্রিকি অবক্ষয়, সামাজিকি বপির্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নছিক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নহে। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দয়ো উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদরে করদ। এর চয়ে বড় প্রমাণেরে আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন কিছু থাকে তখন তারা সটোকে পায়েরে নীচে পষিট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলেরে জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দললিরে প্রয়োজন নহে। দিনেরে অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দললি লাগে তাহলে বধিকে আর কিছু ধরবে না।

‘মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহবে আল-মুআসরো’ গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসছে-

পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসি: এটি এমন একটি গণতান্ত্রিকি শাসনব্যবস্থা যাত জনগণেরে নির্বাচতি প্রতিনিধিবর্গেরে নির্বাচনে গঠতি পরষিদরে মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বশিষে কিছু ক্ষেত্রে বশিষে কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপে করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণেরে কতপিয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনেরে বস্তিারতি বা সংক্ষিপ্ত বলি উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমটি সটোর উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পার্লামেন্টেরে অনুমোদনের পর জনগণেরে রায় প্রকাশ করার জন্য পশে করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নরিদষিট কিছু সময়েরে মধ্যে সংবধান কর্তৃক নরিধারতি সংখ্যক লোকেরে পক্ষ থেকে এ আইনেরে বরিদুধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাত করে এ আপত্তিরি ফলে গণভোটেরে মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সটো বাতলি করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহে নহে



গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নিষ্য শরিকের স্বরূপমাত্র। যাহেতে এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: “তমেরা আল্লাহকে ছেড়ে নছিক কিছু নামেরে ইবাদত কর, সগেলো তমেরা এবং তমেরা দেরে বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বধিান দেওয়ার অধিকার নাই। তিনি আদশে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।” [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] সমাপ্ত।

তনি:

অনেকে মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানবে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও ‘স্বাধীনতা’ ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্থলনরে স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রসিলাত, কুরআন, সাহাবায়েরোমের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপেরদা, বহোয়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতেরে দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টপ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু ‘নাৎসদেরে ইহুদিনিধি’ নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নষিধে। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দিয়ে হয়, জলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতই পারে।

যদি আসলই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নজিদেরে সদিধান্ত নজিদেরেকে নয়োর সুযোগ দলি না কেনে?! কেনে তারা মুসলমানদেরে দেশগুলোকে উপনিবেশে বানাল, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরবর্তনেরে পদক্ষেপে গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মশিরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদেরে নকিটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত; যমেন-

১- আইন: কোন মানুষেরে এ অধিকার নাই যে, সে রাস্তাতে সাধারণ চলাচলেরে বপিরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপেও করবে না।



২- সামাজিক প্রথা: উদাহরণতঃ কোন নারী সাগর যাপনরে পোশাক পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করবে, তাড়িয়ে দিবে। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

৩- সাধারণ রুচিবোধ: উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হয়ে প্রতাপিন করবে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের ধর্মের কোন এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যমেন- তাদের স্বাধীনতা বেশে কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহে নই ইসলাম ধর্ম যা নিয়ে এসেছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্য উপকার। নারীকে বেপেঙ্গা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শূকুর খেতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক কল্যাণই। কিন্তু ধর্ম যদি তাদের স্বাধীনতাকে বধিবিদ্ধ করে তখন তারা সঠিক প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে “শুনলাম ও মানলাম”।

চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি শব্দটা ইসলামে ‘শুরা’ শব্দে প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নমিনরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ‘জনগণের শাসন’ এ ধর্মে অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজবিকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বক্রিরি বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কণ্ঠাঙ্গা করা হয়েছে। এ ধরনের কণ্ঠাঙ্গাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফকিহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকোর সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফরে বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরে কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিকি পার্লামেন্টে: পূর্ববোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নই। একজন কাফরে, দুর্নীতিবিাজ, নরিবোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রেরে কি সম্পর্ক?!



৩. শাসক শুরার সন্ধানত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমটিরি একজন সদস্য যবে পরামর্শ দয়িছেনে তার দললিরে বলষ্টিতার কারণে তিনি সটোই গ্রহণ করবনে। অন্য সদস্যদরে মতামতরে পরবির্তে এই মতকে সঠিকি মনে করবনে। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিকি পদ্ধতিতে ‘অধিকাংশ সদস্যরে’ মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মনে চলেতে হবে।

অতএব, মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ- তাদের ধর্মকে নিয়ে গঠিববোধ করা, তাদের রবরে পক্ষ থেকে দয়ো বধিনরে প্রতি আস্থা রাখা; এ বধিন তাদের দুনিয়া ও আখরোতরে কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরয়িত বরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজরে মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসতি সকল মুসলমানরে কর্তব্য জীবনরে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বধিন মনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছ- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরয়িতকে সম্মান করা, নবীর আদর্শরে অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নকিট প্রার্থনা করছি তিনি যনে ইসলামরে মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করনে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।